দ্য মাইন্ড'স কনস্ট্রাকশন

বন্ধু জর্জের সাথে একদিন সকালে রাস্তার পাশের এক খাবারের দোকানে বসে খাচ্ছিলাম আর গল্প করছিলাম। এক সময় গল্পে গল্পে উদাসভাবে বললাম, 'মানুষের মুখ দেখে তার মনের ভাব বোঝার কোনো উপায় নেই। আমি তাকে ভদ্রলোক ভেবে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিলাম।' আমি বলছিলাম আমার এক বন্ধুর কথা, সে আমার কাছ থেকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য ও সহায়তা পেয়েছে। অথচ আমার লেখা একটা বইয়ের সমালোচনা সে এমন খারাপ ভাষায় লিখে বসে যা পড়ে মারাত্মক দুঃখ পেয়েছি আমি।

অথচ তার চেহারা দেখে আগে কিছুই বুঝতে পারিনি আমি। আমার ঘটনা শুনে জর্জ বলল, 'আমার এক বন্ধু আছে, নাম ভ্যানডেভেন্টার। তার অবস্থা এক সময় তোমার মতোই ছিল, তবে তোমার অবস্থা দেখছি বেশি খারাপ।'

আমি বিরক্তস্বরে বললাম, 'দয়া করে কোনো গল্প শুরু করো না, "নিউইয়র্ক রিভিউ অব বুকস"-এ পাঁচ কলাম জুড়ে আমার লেখার বদনাম পড়ে এখন আমি কোনো গল্প শোনার মুডে নেই।

কিন্তু জর্জ তার গল্প শুরু করল, 'আমি জানি তোমার মুড নেই। এবং এ ব্যাপারে তুমি ঠিক-ই আছ, তবে গল্পটি তোমার মনকে দুঃখের চিন্তা থেকে অন্যদিকে নিয়ে যাবে।'

আমার বন্ধু ভ্যানডেভেন্টার রবিনসন [বলল জর্জ] ছিল সুদর্শন, সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, করিৎকর্মা। সে খুব ভালো স্কুলে ও কলেজে পড়াশোনা করেছে। সে প্রেমে পড়েছিল সুন্দরী যুবতী, মিনার্ভা শ্লাম্প-এর। ঘটনাক্রমে আমি ছিলাম ঐ মেয়ের ধর্ম পিতা।

ভ্যানডেভেন্টার খুব নাম করা ডিটেকটিভ হতে চেয়েছিল। গ্রটন ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে সাফল্যের সাথে ক্রিমিনোলজির উপর

www.banglainternet.com

পড়াশোনা সমাপ্ত করে। অবশেষে সে নিউইয়র্ক পুলিশ ফোর্সে ডিটেকটিভরূপে যোগ দেয়। অবশ্য, তার এক প্রভাবশালী আঙ্কেলের সাহায্য তাকে এই চাকরি পাইয়ে দেয়। যা হোক, সে তো ডিটেকটিভ হয়ে গেল, কিন্তু সমস্যা হল সে অপরাধীদের ধরতে পারত না, যে কাউকে জেরা করতে গিয়ে সে ওই লোকের সব অজুহাত-ই বিশ্বাস করে বসত। যতবড় অপরাধী-ই হোক ইনিয়ে বিনিয়ে কিছু একটা যা তা বানিয়ে নিজের পক্ষে বলে দিলেই ভ্যানডেভেন্টার সেটা বিশ্বাস করে ফেলত। ফলে প্রচুর অপরাধীকে সে বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিয়েছিল, আসলে মানুষের চেহারা দেখে অপরাধ আঁচ করা বা সত্য-মিথ্যা আঁচ করা, তার দ্বারা হতো না। কোনো লাভ না করার পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তার কিছুটা বদনাম হয়ে গেল। তাকে করিডোরের ঠিক মাঝামাঝি একটা রুম দেওয়া হল যেখানে রাতদিন হট্টগোল হতে থাকে, এমন কি তার ঘর সংলগ্ন বাথরুমের চাবিটি-ও এমন দোমড়ানো যে, সব সময় খোলাও যায় না। যতই জরুরি চাপ হোক না কেন ? তার, এই বন্ধুটি একদিন আমার কাছে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তার সব ঘটনা বলল, সে জানাল, মিনার্ভা তার বিফলতায় ক্রমেই ভেঙে পড়ছে এবং বিয়েতে রাজি হচ্ছে না।

ভ্যানডেভেন্টারের জন্য আমি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লাম এবং সেদিন-ই আমার দুই সেন্টিমিটার মাত্র লম্বা পোষা ভূত অ্যাজাজেলের সাথে কথা বললাম। একটা লম্বা পোশাক, তার শরীরের তুলনায় আর কি, পরে অ্যাজাজেল আমার পাশে এসে ভাসতে লাগল। চাকুরিক্ষেত্রে বন্ধুটির সমস্যা শুনে সে অবাক হল। বলল, 'আপনি বলতে চান, আপনাদের সমাজে একজনের মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই যে সে মিথ্যা বলছে কি না ?'

বললাম, 'একটা যন্ত্র অবশ্য আছে, আমরা সেটাকে বলি "লাই ডিটেক্টর"। শরীরের রক্তচাপ এবং চামড়ার বৈদ্যুতিক প্রবাহ জরিপ করে এই যন্ত্রটি মিথ্যা কথা শনাক্ত করতে পারে। অবশ্য, উত্তেজনা ও স্নায়ুদৌর্বল্যের উপসর্গগুলিকেও যন্ত্রটি ধরে। ফলে অনেক সময় সত্য কথা বললে-ও তাকে মিথ্যা হিসেবে শনাক্ত করে ফেলে। অর্থাৎ যন্ত্রটি একেবারে নিখুঁত নয়।'

অ্যাজাজেল বলল, 'তা ঠিক, কিন্তু প্রতিটি বুদ্ধিমান এবং মিথ্যা বলার যোগ্যতা সম্পন্ন প্রাণীর শরীরের গ্ল্যান্ডুলার সিস্টেমে এমন একটি ব্যবস্থা থাকে যে, মিথ্যা বললেই গ্ল্যান্ড থেকে একটি বিশেষ তরল নিঃসৃত হবে।

www.banglainternet.com

যার সাহায্যে বোঝা যাবে যে প্রাণীটি মিথ্যা বলছে। নাকি এই ব্যাপারটা আপনি জানেন-ই না।'

আমি এড়িয়ে গেলাম প্রশ্নটা, বললাম– 'তা, শূন্য মানের ডিটেকটিভ ভ্যানডেভেন্টারের জন্য এমন কিছু করতে পারবে কি না যার দ্বারা সে ওই গ্ল্যাভুলার নিঃসরণ ধরতে পারবে এবং সত্যমিথ্যা বুঝতে পারবে?'

অ্যাজাজেল ব্যবস্থা করে দিল এবং ভ্যানডেভেন্টারের মধ্যে একটা পরিবর্তন চলে আসল। কাউকে জেরা করার সময় সে লোক মিথ্যা বললেই, তা সে যত বিশ্বাসযোগ্যভাবেই বলুক না কেন, ভ্যানডেভেন্টার ধরতে পারত। সে অনুভব করতে পারত যে, লোকটি মিথ্যা বলছে, ফলে অতি অল্প দিনেই সে প্রচুর অপরাধী ও ঠগ জোচ্চোরকে ধরে ফেলল, তার সুনামও হতে লাগল একটু একটু করে। মনে হচ্ছিল সব কিছুই ভালো চলছে।

হঠাৎ একদিন আমার বাসায় এসে উপস্থিত হল মিনার্ভা শ্লাম্প।

কাঁদছে সে, তার গলা ধরে গেছে, শরীর কাঁপছে, যেন, এখনই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে, বলল, 'ওহ্, আঙ্কেল জর্জ।' সে পড়ে যাওয়ার আগেই তাকে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলাম।

'ব্যাপার কী খুলে বল,' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ওহ্, আঙ্কেল জর্জ। ব্যাপারটা ভ্যানডেভেন্টার।'

' সে নিশ্চয়ই তোমার দিকে কোনো অসভ্য ইঙ্গিত বা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেনি?'

'ওহ্, না, আঙ্কেল জর্জ। বিয়ের আগেই ওসব করার মতো লোক সে নয়। যদিও আমি খুব ভালোভাবে তাকে বুঝিয়ে বলেছি যে, আমি জানি মাঝেমাঝে হরমোনের ভারসাম্য এদিক ওদিক হলে যুবক ছেলেরা একটু ওরকম আচরণ করেই ফেলে এবং করে ফেললে আমি তাকে ক্ষমা করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। তবুও, আমার দেওয়া নিশ্চয়তা সত্ত্বেও সে নিজেকে সব সময়েই নিয়ন্ত্রণে রাখে।'

'তাহলে ঘটনাটি কী?' জিজ্ঞেস করলাম।

এর পর মিনার্ভা জানাল যে, ভ্যানডেভেন্টার তাদের বিয়ে ভেঙে দিয়েছে। হতবাক হয়ে গেলাম আমি। এত সুন্দর একটা জোড়া কি না এভাবে আলাদা হয়ে যাবে? মিনার্ভা জানাল, সে ভ্যানডেভেন্টারের চোখে চোখ রেখে যখন তাদের পবিত্র প্রেমের কথা বলছি এবং বলছিল যে শুধু মাত্র তাকে ছাড়া আর কোনো পুরুষকে সে ভালোবাসে না। তখন

www.banglainternet.com

ভ্যানডেভেন্টারের চোখ সন্দেহে কুঁচকে উঠে এবং সে এক সময় বলেই বসে যে, মিনার্ভা যা বলছে তা সত্যি নয় এবং তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়াই ভালো। ঘটনাটি বলে মিনার্ভা হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল।

আমি চিন্তিতভাবে বললাম, 'ভ্যানডেভেন্টার সাধারণত মিথ্যা শনাক্ত করার ব্যাপারে নির্ভুল– এই গত কয়েক সপ্তাহ ধরে। তুমি কি তাকে আসলেই মিথ্যা বলেছ?'

মিনার্ভার গাল দুটো হালকা লাল রং ধারণ করল। সেই ইতস্তত করে বলল, 'ঠিক কতটুকু তা নয়?'

সে বলে চলল, 'সতেরো বছর বয়সে আমি প্রথম এক যুবককে চুমু খেয়েছিলাম। তার কয়েক বছর পর ভ্যানডেভেন্টারের সঙ্গে আমার ভালোবাসা হয় এবং তাকে চুমু খাই, আমি তখন দেখলাম যে, ভ্যানডেভেন্টারের চুমু সেই আগের চুমুটির চাইতে অনেকগুণে ভালো ও সন্তোষজনক, হঠাৎ একটা, বলতে পারেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, হ্যাঁ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মানসিকতা নিয়ে আমি পরীক্ষা করে প্রমাণ পেতে চাইলাম যে, অন্যান্য যুবকদের চেয়ে শুধুমাত্র আমার ভ্যানডেভেন্টার-ই চুমু ও ভালোবাসায় শ্রেষ্ঠ, যার ফলে, যত যুবকই এসেছে সবাইকেই চুমু খেয়েছি আমি। এবং পরীক্ষার প্রয়োজনে, জড়াজড়ি ও জোরে চাপ দেওয়ার ব্যাপারটিকেও আমি কখনো বাধা দেই নি। আমি বলছি যে, তারা কেউ-ই এসব ব্যাপারে আমার ভ্যানডেভেন্টারের সমকক্ষ নয়। অথচ দেখুন, তবুও ভ্যানেডেভেন্টার বলছে আমি তার প্রতি অবিশ্বস্ত।'

যা হোক, ওই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারটি আমাকে বেশ কৌতূহলোদ্দীপ করে তুলল। মিনার্ভাকে চার পাঁচটা চুমু খেয়ে বললাম, 'দেখ তো, এগুলো তোমাকে ভ্যানডেভেন্টারের গুলোর চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি সন্তুষ্টি দিচ্ছে না, নাকি দিচ্ছে?'

'দাঁড়ান দেখি,' বলে সে আমাকে আরো চার পাঁচটা চুমু খেয়ে জানাল, 'অবশ্যই না।'

'আমি ভ্যানডেভেন্টারের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি,' বললাম আমি।

সেই রাতেই আমি গেলাম ভ্যানডেভেন্টারের বাসায়। এবং তার সাথে কথা বললাম। বললাম যে, মিনার্ভা তার প্রতি আসলেই বিশ্বস্ত।

www.banglainternet.com

তাঁর হাত ঠোঁট ও শরীর একমাত্র ভ্যানডেভেন্টার ছাড়া আর কারও হাত, ঠোঁট ও শরীর ছোঁয়নি।

'আমি জানি এটা সত্য নয়,' অন্যদিকে তাকিয়েই বলল সে।

'আমি বলছি এটা সত্য।' বললাম আমি 'আমি তার সাথে কথা বলেছি এবং জেনেছি যে, পাঁচ বছর বয়সে সে ছয় বছর বয়ষী এক বালককে চুমু খেয়েছিল। এরপর তার সারা জীবনে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে সে চুমু খায়নি, সে দিন তার মনে ওই পাঁচ বছর বয়সের সেই অবুঝ স্মৃতি হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছিল, আর সে মুহূর্তেই তুমি তাকে ভুল বুঝেছ।'

'তুমি কি সত্য বলছ?'

'আমার দিকে ভালোমতো চেয়ে দেখ, কোনো মিথ্যা তুমি ধরতে পার কি-না।'

সে আমার দিকে ভালো করে চাইল। আমি আর সব কথা পুনরায় বলাম।

সে অবাক হয়ে বলল, 'তুমি সত্য বলছ, একদম সত্য বলছ, হায়, মিনার্ভা কি আমাকে ক্ষমা করবে?'

আমি তাকে আশ্বাস দিলাম যে, অবশ্যই মিনার্ভা তাকে ক্ষমা করবে। তাকে সাহস এবং বেশ কিছু উপদেশ বাণীও শুনিয়ে দিলাম।

বর্তমানে সে পুলিশ ফোর্সের নাম করা ডিটেকটিভ। জিরো-ক্লাস থেকে হাফ-ক্লাস পর্যায়ে উঠে এসেছে সে, ডিপার্টমেন্টের বেসমেন্ট-এ একটা রুম পেয়েছে সে এখন।

মিনার্ভাকে বিয়ে করেছে এবং সুখী দাম্পত্য জীবনযাপন করছে। মিনার্ভা এখনো ভ্যানডেভেন্টারের চুমু ও ভালোবাসা বিষয়ক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ফলাফল সব সময় এক। তা হল, ভ্যানডেভেন্টারই শ্রেষ্ঠ। তাদের এখন দুই পুত্র আছে। দুই পুত্রের একজনের সাথে ভ্যানডেভেন্টারের চেহারার সামান্য মিল পাওয়া যায়।

জর্জের গল্প শেষ হল, কিন্তু আমার মনে একটি খটকা রয়ে গেল, বললাম, 'তুমি যখন ভ্যানডেভেন্টারকে গিয়ে বলেছিলে যে, মিনার্ভা জীবনেও অন্য কোনো পুরুষকে ছোয়-নি, সেটা তো ছিল ডাহা মিথ্যা কথা।'

www.banglainternet.com

'মিনার্ভাকে উদ্ধার করার জন্য মিথ্যা বলতেই হয়েছিল আমাকে।'

'কিন্তু সেক্ষেত্রে ভ্যানডেভেন্টার তোমার মিথ্যা শনাক্ত করতে পারল না কেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আমার মনে হয়,' বলল জর্জ, 'আমার আত্মমর্যাদা ও সম্মানিত আচার আচরণই তাকে মিথ্যা ধরতে দেয়নি।'

'কিন্তু আমার থিওরি অন্য,' বললাম আমি, 'আমার মনে হয়, মিথ্যা বলায় তুমি এত পারদর্শী ও দক্ষ যে, তোমার শরীরের গ্ল্যান্ডুলার নিঃসরণ, রক্তচাপ, চামড়ার বৈদ্যুতিক প্রবাহ, হরমোনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, এসব কিছুই এখন মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তুমি মিথ্যা বললেও তাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে না। ফলে, মিথ্যাও ধরা পড়ে না। অর্থাৎ তোমাকে পর্যবেক্ষণ করে মিথ্যা শনাক্ত করার উপায় নেই।'

'যত্তোসব আজগুবি কথা', বলল জর্জ।

অনুবাদঃ শাহরীয়ার শরীফ

www.banglainternet.com